PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-15, No.-1, May 2024

স্বাধীনতা পূর্ব যুগে নারীর অবস্থান

দোলন চাঁপা ঘোষ

স্টেট এডেড কলেজ টিচার-II, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, আচার্য সুকুমার সেন মহাবিদ্যালয়, গোতান, পূর্ব বর্ধমান
ইমেল: *dolan712410@gmail.com*

বিমূর্ত

মানব সমাজের জীবন ও জগৎ পর্যবেক্ষণ-এর একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা হলো মানবীয় বিদ্যা। যদিও সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নারী-পুরুষের ভেদাভেদের স্তর বিন্যাসটি চলে আসছে। কিন্তু দুই দশকে কেবল পশ্চিমি বিশ্বেই নয়,ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবীয় বিদ্যা পঠন-পাঠন হিসাবে স্বীকৃত। প্রত্যেকটি দেশেই সরকার প্রশাসনিক ও আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীর সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আধুনিক ভারতে মহিলাদের জীবনধারাগত পরিবর্তন ঘটার ফলে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ও ভারতের ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করেছে। স্বাধীনতার পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। একদিকে নারীকে তুলনা করা হয়েছে দয়াময়ী ও প্রতিবাদী চরিত্রে।যেখানে সকল নারীর মধ্যেই দেবীর শক্তি ও গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে।অন্যদিকে প্রকৃতিগত বিচারে নারীকে পুরুষের ভোগ্য সামগ্রী হিসাবে পুরুষের সকল কামনা-বাসনার সুখ প্রদানকারি এবং বংশরক্ষা উত্তর পুরুষ সৃষ্টি উপায় হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক থেকে পরিবর্তন গুলি অপরিকল্পিতভাবে ও ধীরগতিতে হয়েছে।শিল্পায়নে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহন,শিক্ষার ক্ষেত্রে মহিলাদের স্বাক্ষরতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে।সামাজিক বিভিন্ন আইনএর মাধ্যমে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষনের চেষ্টাচালানো হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের অবদান অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। নারীদের আত্মরক্ষামূলক কলাকৌশল প্রশিক্ষনের মাধ্যমে নারীশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে নারীমুক্তির মূল মন্ত্র ধ্বনিত হয়। পশিমবাংলায় নারী ভোটাধিকার অর্জন আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় 'বঙ্গীয় নারী সমাজ'। শুধু নারী ভোটাধিকার অর্জনে মহিলাদের ভুমিকা নয় সমকালীন বুদ্ধিজীবি তথা সমাজসংস্কারকদের অবদান উপেক্ষা করা যায় না। বিকেন্দ্রিকৃত শাসনব্যবস্থায় মহিলাদের অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য যে, ১৯২৬ সালে পশিমবাংলায় নারী সমাজ প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়।

সূচক শব্দ: নারীজাতি, নারী সাম্য, সমাজ, পুরুষ তন্ত্র

ভূমিকা

নারীজাতি সমজাতীয় বর্গ অপেক্ষা মহিলাদের নিয়ে গঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বর্গ। তাই সামাজিক বর্গ হিসাবে নারী জাতি জাত, বর্ণ, শ্রেনি প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীগত সীমানা কে অতিক্রম করে যায়। সমাজের রীতিনীতি, মুল্যবোধ, ঐতিহ্য, বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতি মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা এবং ভূমিকার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত উৎপাদনমূলক সম্পদের ক্ষেত্রে, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতির পরিপেক্ষিতে মহিলাদের নিয়ে গুরুতর প্রকৃতির বিভিন্ন বিচার্য বিষয়ের সৃষ্টি হয়। যদিও নারী -পুরুষ ভেদাভেদে স্তর বিন্যাসের বিষয়টি ভারতীয় সামাজিক আবহমান কাল ধরে

চলে আসছে। ফলে স্তর বিন্যাসের প্রথাটি ভারতীয় সামাজিক বাবস্থা হিসাবেই পরিগণিত হয়। তবে আধুনিক ভারতে মহিলাদের জিবন্ধারাগত পরিবর্তন ঘটার ফলে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ও ভারতের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এইসব সমীক্ষা থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছে যে,সমতা ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে মহিলাদের আগ্রহ ও অংশগ্রহন খুবই কম। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলছেন যে,'জনগনকে জাগাতে হলে,নারী জাতি কে জাগাতে হবে,মহিলারা চলতে শুরু করলে পরিবার এগোবে গ্রাম এগোবে, জাতি এগোবে '।

উপকরণ এবং পদ্ধতিসমুহ

১) পাঠাগার এর সহায়তা,
২) নারীদের অবস্থান সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশিত পত্রিকা,
৩) বিশিষ্ট কয়েকজন নারীদের জীবনী অধ্যায়ন।

আলোচনা

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে /কালে নারীর অবস্থানঃ- প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীজাতির মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সম্যকভাবে অবহিত হওয়া সহজ নয় ।কারন নারীজাতির সামাজিক অবস্থান এবং মর্যাদা বর্ননা করতে গিয়ে বিভিন্ন পরস্পর বিপরীতধর্মি মত লক্ষ্য করা গিয়েছে ।একদিকে নারীকে মহিমান্বিত করা হয়েছে প্রাচীন ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহে। যেখানে নারীকে তুলনা করা হয়েছে রক্ষাকত্রি হিসাবে দয়াময়ী এবং প্রতিশোধ গ্রহনে সংহাররূপিণী। এটা বিশ্বাস করা হত যে ,সকল নারীর মধ্যেই দেবীর শক্তি ও গুনাবলি বিদ্যমান যেমন আছে ঠিক তেমন -ই দেবী বিরূপ হলে ধ্বংস সাধিত করতে পারে।ভারত বর্শ কেও দেবী মাতৃ রূপেই পুজা করা হয়।তাই যেখানে নারীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পবিত্র মানুষিকতার সাথে পুজা করা হয় সেখানে সকল দৈব গুন তথা দেবতা পূজিত হন (দেবতা- দেবী শব্দ দুটি নিছক লিঙ্গগত তারতম্যকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হল, বৈসাম্য এর নিরিখে বোঝাতে নয়) বৈদিক যুগে প্রচুর বিদুষী দের সন্ধান পেয়েছি, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা সাক্রিয় ভুমিকা গ্রহন করেছেন, যেমন- খনা, গার্গি, মৈত্রেয়ি, অপলা, ঘোষা, লোপামুদ্রা; আবার অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের ধর্মশাস্ত্র ও লোকগাথা সমূহে নারীজাতির অমর্যাদাকর অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে নারীকে প্রকৃতিগত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হয়, যে, প্রকৃতিগত বিচারে নারী হলো চপলা, দুর্বলা, সকল পাপের মূল কারন, নারীকে দুর্বল চিত্ত সম্পন্ন এবং বিশ্বাসের অযোগ্য বলে মনে করা হতো। যেখানে নারী কেবল পুরুষ ভোগ্য-সামগ্রী; পুরুষকে দৈহিক আকর্ষণে আধৃত করে সকল কামনা-বাসনার সুখ প্রদানকারী এবং বংশরক্ষা ও

উত্তরপুরুষ সৃষ্টির উপায়। নারীর বাহ্যিক রূপের বর্ণনাও রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, নারীর মুখমণ্ডল পুষ্পের ন্যায়, নারীর কথায় মধু ঝরে, কিন্তু নারী হৃদয় ধারালো খুরের মতো তাদের অনুকরন কারও বোঝা সম্ভভ নয়। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীকে একদিকে যেমন মহিমান্বিত করা হয়েছে অন্যদিকে হীন দৃষ্টিতেও গন্য করা হয়েছে।

প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় নারীজাতির অবস্থার পরিবর্তন অপরিকল্পিত ভাবে এবং ধীর গতিতে হয়েছে। অর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বহু ও বিভিন্ন পরিবর্তন গুলি সরাসরি নারীজাতি উন্নতিতে সাহায্য করেছে। কখনও শিল্পায়নে, কখনও নারী শ্রমিক হিসাবে চটকল, কয়লাখনি, বিড়ি শিল্প, পটারি শিল্প ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানায় মেহনতি মহিলাদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। আবার শিক্ষার বিস্তার, সামাজিক আইন প্রনয়নে, পরাধীন ভারতে মহিলা সংগঠন ও প্রগতিশীল সামাজিক আন্দোলনে নারীরা প্রমুখ ভুমিকা গ্রহন ও পালন করেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৮২৪ সালে বোম্বাই -এ প্রথম বালিকা বিদ্যালায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে প্রথম শ্রেণীর তিনটি বিশ্ববিদ্যালায় এর মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর স্থান উল্লেখযোগ্য। ১৮৮২ সালের পর থেকে উচ্চ শিক্ষায় মহিলাদের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। ১৯০১ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী মহিলাদের স্বাক্ষরতা ছিল ০.৬ শতাংশ। ১৯৪১ সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৩ শতাংশ হয়। সামাজিক আইন হিসাবে বিবাহ সম্পর্কিত আইন গুলির মাধ্যমে বিবাহের বয়স, বিবাহের প্রকার পদ্ধতি, বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনর্বিবাহ প্রভৃতি বিষয় গুলির নিয়ন্ত্রন করা এবং মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষনের বাবস্থা করা হয়েছে। যেমন -১৯২৯ -এ বাল্যবিবাহ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কিত আইন এবং উত্তারাধিকার সম্পর্কিত আইন, ১৯৩৯ সালে সম্পত্তিতে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রভৃতির মাধ্যমে মহিলাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এর প্রয়াস করা হয়েছে। উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের অবদান অপরিসীম ভুমিকা পালন করে, বিশেষ করে রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বেথুন সাহেব এর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হবে। প্রাক- স্বাধীনতা পর্বে শুধু শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়,রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও নারীদের অবদান অবিস্মরণীয় ।

ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নারী মুক্তির আন্দোলনে দু-জন বিশিষ্ট মহিলা রাজনীতিক হলেন হেমপ্রভা মজুমদার এবং সরজিনী নাইডু। ১৯২২ সালে হেমপ্রভা মজুমদার-এর উদ্যাগে 'মহিলা কর্মী সংসদ'-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মহিলাদের জাতীয়তাবাদী আদর্শে অনুপ্রাণিত করা হয়, ১৯২৬ সালে সরোজিনী কংগ্রেসের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। বাঙ্গালি রাজনৈতিক হিসাবে জ্যোতির্ময়ি গাঙ্গুলির নাম ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ত্রয়ী মহিলা রাজনীতিকদের আত্মত্যাগ ও উজ্জীবিত ভুমিকা দেশ ও দেশবাসীর কাছে অংশগ্রহনের ব্যাপারে নারী সমাজে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে। কলকাতা কংগ্রেসে

(১৯২০) প্রথম মহিলা রাজনৈতিক একটি 'নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী' গড়ে তোলেন। ১৯২৩ সালে তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সংগঠিত হয়,যে আন্দোলনে সন্তোষকুমারী নেতৃত্ব দিয়েছেন, ১৯২৮ সালে হাওড়া ও কলকাতায় ধাঙড়দের ধর্মঘট সংগঠিত করেন প্রভাবতী দাশগুপ্ত যা 'ধাঙড় মা' নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতা সংগ্রামে নয় ছাত্রী আন্দোলনে নারীদের অবদান যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বিভিন্ন ছাত্রী সংগঠনের মাধ্যমে মহিলাদের বহুমুখী কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারের পাশাপাশি মহিলাদের আত্মরক্ষামুলক বিবিধ কলাকৌশল প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করত 'ছাত্রী সংঘ' যা কলকাতায় ১৯২৮ সালে গড়ে তোলা হয়। শুধুমাত্র সমাজে মহিলাদের বিভিন্ন শারিরিক শিক্ষা ও আত্মরক্ষামুলক কলাকৌশল প্রশিক্ষনের ব্যবস্তা করা নয়, বাঙালি বিশিষ্ট মহিলা বিপ্লবী হিসাবে রাজনীতিতে প্রভাব ছিল, তাঁরা হলেন বাসন্তী দেবী,ঊর্মিলা দেবী, সুনীতি দেবী,বীণাপাণি দেবী,সুনিতিবালা মিত্র,বগলা সোম,মাতঙ্গিনী হাজরা প্রমুখ। তবে নারী-ভোটাধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলনে শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ভারতবর্ষে নারী ভোটাধিকার বিষয় সংক্রান্ত আন্দোলন জাতীয় স্তরে সংগঠিত হলেও পশ্চিমবাংলায় নারী -ভোটাধিকার অর্জন আন্দোলনে নেতৃত্ দেয়'বঙ্গীয় নারী সমাজ'এই মহিলা সংগঠনটি নারি- ভোটাধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম নিরন্তর চালায়। আর এই মহিলা সংগ্রামে নেতত্ব দিয়েছিলেন কামিনী রায়, মৃণালিনী রায়, কুমুদিনী সেন, জ্যেতির্ময়ি গাঙ্গুলি। শুধু নেতৃত্ব দেওয়া নয়, নারী-ভোটাধিকার আন্দোলন কে সফল করতে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়েছেন। নারী সমাজে এই আন্দোলন সফল হতো না, যদি সমকালীন বুদ্ধিজীবী তথা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র রায়,রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা সমর্থন করতেন। এমনকি কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকারকে স্বীকৃতি জানাতে আন্দোলন সংগঠিত হয় এবং ১৯২৩ সালে এই অধিকার স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯২৬ সাল থেকে পশ্চিমবাংলায় নারী সমাজ প্রথম ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায়।

উপসংহার

প্রাক- স্বাধীনতা পর্বে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহে নারীজাতির প্রতি বিরূপ মনোভাব এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, নারীজাতিকে দেবীরূপে আরাধনা করা হলেও সমাজে তথা সাম্যের নিরিখে এবং প্রকৃতিগত বিচারে নারী লাঞ্ছিত, অপমানিত, অবহেলিত 'দুর্বল জাতি' হিসাবেই পরিগণিত হয়ে আসছে। ‘নারী’ শব্দ টি সবচেয়ে ক্ষীণ ক্ষমতার এই অর্থেই এখনও মানুষের মননে বিদ্যমান। তবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ সমূহে বিদুষী নারীদের অবদানের উপমা বর্তমান নারীদের প্রানে, হৃদয়ে প্রতিবাদের শক্তির সঞ্চার করে তা কখনই উপেক্ষা করা যায় না। শুধু পরিবার

গঠন নয়, সংসার সজ্জা নয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামরিক, খেলাধুলা প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতেও আজকের নারী অনন্যারূপেই বিবেচিত হয়। সমাজ তথা প্রকৃতি ভারসাম্য রক্ষায় স্বয়ং 'প্রকৃতির' সাথে নারীকে তুলনা করা উচিত। লিঙ্গগত তারতম্য শুধুমাত্র দৈহিক তারতম্য হিসাবে বিবচিত করা হোক, মানসিকতা এমনভাবে গড়ে তোলা হোক যেখানে সমাজের প্রধান ভিত্তি হিসাবেই নারীকে গন্য করা হবে। নারীজাতিকে 'দুর্বল জাতি' হিসাবে উপলব্ধি করানোর জন্য নয়। বর্তমানে ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক কার্যে নারীদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে আইনসভাতেও আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের অবদান গান্ধীজি প্রত্যক্ষ ভাবে স্বীকার করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও বিশিষ্ট নারীদের রাজ্যশাসনের ইতিহাস থেকেই বর্তমান ভারতীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নারী স্বমহিমায় রাষ্ট্রপরিচালনার গুরু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত যে সকল নারী অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায় তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। সত্যভামা থেকে শুরু করে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, অহল্যাবাঈ, রাজিয়া সুলতানা, মাতঙ্গিনি হাজরা, সরোজিনী নাইডু, মাদার টেরেসা, ইন্দিরা গান্ধি, প্রতিভা সিং পাটিল, দ্রোপদি মুর্মু প্রভৃতি নারীদের অবদানই প্রমাণ করে সমাজে নারীদের অবস্থান-এর পরিমাপ।

তথ্যসূত্র

মহাপাত্র, অনাদিকুমার। *ভারতের সামাজিক সমস্যা*। সুহৃদ পাবলিকেশন: কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৬৪৫।